নানা আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো সিটি আইটি ফেয়ার

তুহিন মাহমুদ

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় সক্রিয় হাব হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে বিসিএস কমপিউটার সিটি। দেশের প্রথম বিশেষায়িত এই কমপিউটার বাজারটি রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত। সারাবছর দর্শক-ক্রেতার সমাগমে জমজমাট থাকে। সাধারণ মানুষের মাঝে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য পরিচিত করে তুলতে ও ক্রেতাদের বাড়তি উপহার দিতে সিটি আইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রতিবছর মেলা আয়োজন করে আসছে বিসিএস কমপিউটার সিটি আইটি কমিটি। গত ১৪ মার্চ শুরু হয় ১০ দিনব্যাপী এই মেলা। মেলা উপলক্ষে নতুন করে সাজানো হয় বিসিএস কমপিউটার সিটির স্থায়ী ১৬০টি প্রতিষ্ঠান। আকর্ষণীয় পুরস্কার, মূল্যছাড়, সম্মাননা পুরস্কার, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বাড়তি নানা আয়োজনে জমে ওঠে এবারের মেলা।

এ বছর মেলা শুধু পণ্য প্রদর্শনী এবং বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে একটি নলেজ ম্যানেজমেন্ট জোনের মাধ্যমে দেশের তথ্যপ্রযুক্তির বিখ্যাত সব উদ্ভাবন দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তিতে দেশে-বিদেশে স্বনামধন্য বাংলাদেশীদের দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করার আয়োজন করা হয়। কমপিউটার প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য জানতে পারেন রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও তথ্যপ্রযুক্তিপ্রেমীরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বিসিএস কমপিউটার সিটির নিজস্ব আঙ্গিনায় প্রায় দুই লাখ বর্গফুট জায়গায় 'সামাজিক ও গণযোগাযোগের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম কমপিউটার' স্লোগান নিয়ে শুরু হয় এই মেলা। ১৪ মার্চ সকালে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর। এ সময় তিনি বলেন, এই মেলা জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক মেলা। আমার বিশ্বাস এই মেলার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেয়া যাবে বিশ্বাস। এ ধরনের আয়োজন তরুণদেরকে অনেকদূর এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে। উপস্থিত সবার উদ্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আপনারা ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট তুলে নিতে দাবি জানিয়ে আসছেন, আমিও চাই এই শিক্ষামূলক একটি জায়গায় কোনো ধরনের ভ্যাট থাকবে না। এই দাবি নিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলব। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব আপনারা ইন্টারনেট ব্যবস্থা ফ্রি করে দেন দেখবেন আমাদের তরুণেরা বাংলাদেশকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির (বিসিএস) ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো: মঈনুল ইসলাম, আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের সভাপতি আফতাব-উল-ইসলাম, বাংলালায়ন কমিউনিকেশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান মেজর (অব:) আবদুল মান্নান, বিসিএসের পরিচালক মোস্তাফা জব্বার, বিসিএস কমপিউটার সিটির সভাপতি মজিবুর রহমান স্বপন, সিটি আইটি মেলা ২০১৩-এর আহ্বায়ক ও বিসিএস কমপিউটার সিটির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এএনএম কামরুজ্জামানসহ মেলার পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সিটি আইটি ফেয়ার ২০১৩ উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর

এবারের আয়োজন

এবারের মেলায় তথ্যপ্রযুক্তির অতিপরিচিত ব্র্যান্ডের কমপিউটার সামগ্রী ১৬০টি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ২০টি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনসহ সুলভ মূল্যে বিক্রি করে। বিশ্বের বিভিন্ন নামকরা আইসিটি ব্র্যান্ড প্রদর্শনের জন্য আলাদা প্যাভিলিয়নের ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় প্রদর্শিত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কমপিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক ডাটা কমিউনিকেশন, মাল্টিমিডিয়া আইসিটি শিক্ষা উপকরণ, ল্যাপটপ, পামটপ এবং ডিজিটাল জীবনধারাভিত্তিক প্রযুক্তিপণ্য।

মেলা চলাকালে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেটের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আয়োজন করা হয় নানা ধরনের অনুষ্ঠান। বরেণ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা এসব আয়োজনে অংশ নেন। প্রতিদিন মেলায় স্থাপিত নিজস্ব মঞ্চে এসব আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকেরা দাবি করেছেন সম্পূর্ণ মেলা প্রাঙ্গণ এবার ইন্টারনেটের আওতাভুক্ত আনা হয়েছে। মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিনামূল্যে এখান থেকে ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। তথ্যপ্রযুক্তির নানা ধরনের উদ্যোগকে উপস্থাপন করতে 'নলেজ ম্যানেজমেন্ট জোন' চালু করা হয়। এখানে বিশ্বখ্যাত সব আইটি ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপনসহ কমপিউটার প্রযুক্তি এবং কলাকৌশল তুলে ধরা হয়।

শিশুদের জন্য বিশেষ আয়োজন

মেলার বাড়তি আয়োজন হিসেবে শিশু এবং তরুণদের মেলা নিয়ে আগ্রহী করে তুলতে তথ্যপ্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এসব প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল শিশু চিত্রাঙ্কন, গেমিং, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি, বিতর্ক এবং ক্যুইজ। এর মধ্যে ২২ মার্চ মেলায় অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিসিএস কমপিউটার সিটির সভাপতি মজিবুর রহমান স্বপন, মেলার আহ্বায়ক ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এএনএম কামরুজ্জামানসহ বিসিএস কমপিউটার সিটির কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যরা।

ডিজিটাল ফটো প্রতিযোগিতা

মেলায় শৌখিন চিত্রগ্রাহকদের জন্য স্যামসাংয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় ডিজিটাল ফটো প্রতিযোগিতা 'সিটি ফেয়ার ২০১৩'। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে নিজের তোলা যেকোনো ছবি মেলা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়েছে। একটি অভিজ্ঞ বিচারক প্যানেল সর্বোত্তম ছবিগুলো নির্বাচন করে এবং নির্বাচিত ছবি স্যামসাংয়ের ফটো গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়। বয়সভিত্তিক দু'টি বিভাগে প্রতিযোগিতাটি হয়। এ-গ্রুপে বয়স ১০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ▸

যেকোনো শিক্ষার্থী যেকোনো বিষয়ের ছবি জমা দেন। তবে অংশ নেয়ার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র দেখাতে হয়। আর বি-গ্রুপে ২৫ বছরের উর্ধ্বেরা 'দৈনন্দিন জীবন' বিষয়ে ছবি জমা দেন। প্রতিযোগীরা ৮ ইঞ্চি বাই ১২ ইঞ্চি আকারের সর্বোচ্চ পাঁচটি ছবি জমা দেন।

মেলায় নতুন পণ্য, ছাড় ও উপহার

বরাবরের মতোই এইচপি, ইন্টেল, স্যামসাং, এসার, আসুস, গিগাবাইট, তোশিবা, অ্যাপল, লেনোভো, এমএসআই, বিজয়সহ প্রায় সব ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কমপিউটার, ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেট ডিভাইস ও অ্যান্টিভাইরাস পাওয়া যায় মেলায়। তবে এবারের মেলায় দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল আল্ট্রাবুকের মতো হালকা-পাতলা কিন্তু শক্তিশালী ল্যাপটপ।

বাংলাদেশে অন্যতম বৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ফ্লোরা মেলায় তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডসহ ল্যাপটপ ডিজিটাল ক্যামেরা, প্রিন্টার স্ক্যানার বিশেষ ছাড় দেয়। গ্লোবাল ব্র্যান্ড মেলায় আসুসের বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ ও ই-পিসি নেটবুক বিক্রি করে। মডেলভেদে সর্বনিম্ন ২২ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে ল্যাপটপ প্রদর্শিত হয়। মেলা উপলক্ষে প্রতিটি আসুস ল্যাপটপ, ই-পিসি নেটবুক বা ই-প্যাড ট্যাবলেট পিসি কিনলে স্ক্র্যাচ কার্ডের মাধ্যমে ক্রেতারা নেটবুক, মোবাইল ফোন, হেড ফোন, ৮ জিবি পেনড্রাইভসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় উপহার জেতার সুযোগ পান।

সিটি আইটি ফেয়ার ২০১৩-এ মেলা প্রাঙ্গণের একাংশ

করসায়ার এবং রেজার ব্র্যান্ডের ফুল গেমিং ডিভাইসের পাশাপাশি লজিটেক ব্র্যান্ডের তারহীন প্রযুক্তির কিবোর্ড, মাউস। মেলায় তাদের প্রতিটি ডিভাইসে ছিল নগদ মূল্য ছাড়।

স্যামসাং ল্যাপটপে ক্রেতাদের জন্য ছিল আকর্ষণীয় অফার। মেলায় স্যামসাং ব্র্যান্ডের কয়েকটি মডেলের ল্যাপটপ আনে স্মার্ট টেকনোলজিস। সর্বনিম্ন ২২ হাজার থেকে শুরু করে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকার ল্যাপটপ প্রদর্শন করে এরা। ট্যাবলেট ও ল্যাপটপ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য এটিআইভি সিরিজের ৮২ হাজার

সিটি আইটি ফেয়ার ২০১৩-এ এএমডি ও গিগাবাইটের সৌজন্যে গেমিং কনটেস্টের একাংশ

ডেল ব্র্যান্ডের সর্বনিম্ন ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকার ল্যাপটপ প্রদর্শিত হয় মেলায়। প্রতিটি ডেল ল্যাপটপের সাথে ছিল ৮ জিবি পেনড্রাইভ নিশ্চিত উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া গ্লোবালের অন্যান্য পণ্য, ব্রাদার প্রিন্টার, এলজি মনিটর, এফোরটেক, এডেটা পণ্যে ছিল বিশেষ ছাড়।

মেলায় এইচপি পরিবেশক মাল্টিলিংক এইচপির ল্যাপটপ ও প্রিন্টারে বিশেষ ছাড় ও উপহার দেয়। এইচপি ল্যাপটপের সাথে মডেলভেদে দেয়া হয় মাউস ও টি-শার্ট। তোশিবা ল্যাপটপের সাথে ছিল এক হাজার টাকার গিফট ভাউচার। মাল্টিলিংক প্রতিটি ল্যাপটপে একটি ৫০০ জিবি হার্ডড্রাইভ ফ্রি দেয়। কমপিউটার সোর্স মেলায় আনে বেশ কিছু নতুন পণ্য। এর মধ্যে ছিল প্রোলিংক হ্যান্ডি রাউটার, অ্যান্টেক, টাকার নতুন ল্যাপটপ প্রদর্শিত হয় মেলায়। মেলা উপলক্ষে ২ থেকে ৮ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয় এসব ল্যাপটপে। প্রতিটি ল্যাপটপের সাথে ক্রেতারা উপহার হিসেবে পেয়েছেন আকর্ষণীয় টি-শার্ট। এছাড়া নির্দিষ্ট ৪টি মডেলের স্যামসাং ল্যাপটপের সাথে গিফট ভাউচার, ট্যাবলেট, নেপাল ভ্রমণের কাপল টিকেট থেকে শুরু করে ৪৬ ইঞ্চি এলইডি টিভি জিতে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়।

মেলায় এসার নেটবুক ও নোটবুকের সাথে ছিল নানা উপহার। প্রতিটি নেটবুক কিনলে ক্রেতারা পান আগোরা শপিং ভাউচার, এভিজি ইন্টারনেট সিকিউরিটিসহ ২ গিগাবাইট এসার ভলটেন ক্লাউড স্প্রেস ফ্রি। এছাড়াও সম্প্রতি বিভিন্ন মডেলের এসার নোটবুকে বিশেষ মূল্যছাড় ঘোষণা করে বাংলাদেশে এসারের একমাত্র পরিবেশক এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লিমিটেড।

বেলকিনের যেকোনো পণ্য কিনলেই বিশেষ মূল্যছাড় দিয়েছে ইনডেক্স আইটি। ই-স্ক্যান অ্যান্টিভাইরাস কিনলেই পাওয়া যায় ৮গিগাবাইট পেনড্রাইভ। মেলার গোল্ড স্পন্সর জেরক্স ৫০১৯/৫০২১/৫০২১ডিএন মডেলের মাল্টিফাংশনাল ডিভাইস (একই সাথে ফটোকপি, প্রিন্ট, স্ক্যান সুবিধা) পাওয়া যায় ছাড় দামে। এই তিনটি মডেলের যেকোনো একটি কিনলে উপহার হিসেবে পাওয়া যায় আকর্ষণীয় পেপার শেডার। এক বছরের ওয়্যারেন্টি ও ফ্রি সার্ভিস সুবিধাসহ মিনিটে ১৮ পাতা ফটোকপি বা প্রিন্ট করতে সক্ষম জেরক্স ৫০১৯ মাল্টিফাংশনাল ডিভাইস বিক্রি হয় ৭২ হাজার টাকায়। ক্রেতারা বুকিং দিয়েও মূল্যছাড় এবং ফ্রি সুবিধা উপভোগ করেন।

মেলায় জেএএন অ্যাসোসিয়েটস বিভিন্ন ক্যামেরায় মূল্যছাড় দেয়। এছাড়া ক্যানন প্রিন্টার ও ফুজিফিল্ম ক্যামেরায়ও পাওয়া যায় ছাড়। মেলায় বাংলালায়ন ৯৫০ টাকায় ফোরজি মডেম বিক্রি করে। সাথে ইন্টারনেট বান্ডেল অফার দেওয়া হয়। এছাড়া ৫০০ টাকা ছাড়ে কিউবি পকেট ওয়াইফাই রাউটার পাওয়া যায় ৭৫০০ টাকায়। ইনসোর্স বাংলাদেশ এনসিআরের টোনার কার্ট্রিজের সাথে বিনামূল্যে এক প্যাকেট ডাবল-এ কাগজ উপহার দেয় ক্রেতাদের।

মেলা উপলক্ষে সনি ভায়ো ল্যাপটপ ক্রয়ের পাশাপাশি রিশিত কমপিউটার্স লিমিটেড ক্রেতাদের আকর্ষণীয় উপহার দেয়। এছাড়া সনি ভায়োর কোরআই ৫ এবং কোরআই ৭-এর বিভিন্ন মডেলের ল্যাপটপ মেলাকালীন সময়ে সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায়।

ইউসিসি তাদের আমদানি করা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মনিটর, মাদারবোর্ড, ফ্ল্যাশড্রাইভ, ল্যাপটপে বিশেষ ছাড় দেয়। হিটাচি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন পণ্যে ছাড় ও পুরস্কার দেয় ওরিয়েন্টাল সার্ভিসেস লিমিটেড। একইভাবে ইনডেক্স আইটি, ওরিয়েন্ট কমপিউটার, রায়ানস কমপিউটারসহ অংশ নেয়া প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই পণ্যভেদে ৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা ছাড় দেয়। ▶

এছাড়া বিশেষ পুরস্কারও দেয় অনেক প্রতিষ্ঠান। কমপিউটার ভিলেজ মেলায় তাদের পণ্যেও বেশ ছাড় দেয়। টেকভ্যালী মেলায় তাদের বিভিন্ন পণ্যে বিশেষ ছাড় দেয়।

বিক্রি হয়েছে ভালোই

মেলা শুরুর হওয়ার পর দুই দিন হরতাল ছিল। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অস্থিতিশীল। এ কারণে অন্যান্যবারের তুলনায় মেলায় দর্শনার্থীর সংখ্যা তুলণামূলক কম ছিল। দর্শক উপস্থিতি বা বিক্রি কেমন হয়েছে এ সম্পর্কে বিসিএস সভাপতি মুজিবুর রহমান স্বপন বলেন, হরতাল ও দেশের পরিস্থিতির কারণে কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তবে দর্শক-ক্রেতার উপস্থিতি কম ছিল না। রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে মেলায়। এর বিরূপ প্রভাব পড়ে কিছুটা। সব মিলিয়ে মেলায় অর্ধলক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বিক্রিও হয়েছে ভালোই। এবারের মেলায় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই খুশি বলে জানান মেলার আহ্বায়ক এএনএম কামরুজ্জামান। তিনি বলেন, মেলার আয়োজকদের প্রায় সবার সাথেই আমার কথা হয়েছে। তারা মেলার আয়োজনে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ছাড়, উপহার ও বাড়তি আয়োজন থাকায় ক্রেতা ও দর্শনার্থীরাও সন্তুষ্ট।

গুণীজন সম্মাননা

শুধু মেলায় পণ্য প্রদর্শন ও কেনাবেচাই নয়, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত অনেককেই প্রতিবছর সংবর্ধনা দেয়া হয় বিসিএস কমপিউটার সিটির পক্ষ থেকে। এবারও দেয়া হয়েছে এ সংবর্ধনা। ২২ মার্চ মেলার কেন্দ্রীয় মঞ্চে সিটি আইটি ২০১৩ কমপিউটার মেলার পক্ষ থেকে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ও বিসিএসের সাবেক সভাপতি মো: সবুর খান, বিসিএসের সাবেক মহাসচিব মুনীম হোসেন রানা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সাংবাদিক ও কমপিউটার বিচিত্রার প্রতিষ্ঠাতা ভূঁইয়া ইনান লেনিনকে আজীবন সম্মাননা দেয়া হয়। বিসিএস কমপিউটার সিটি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মাননা দেয় মেলা কর্তৃপক্ষ। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদানের জন্য এশিয়ান-ওশেনিয়ান কমপিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশনের (অ্যাসোসিও) চেয়ারম্যান ও বিসিএসের সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ এইচ কাফি এবং এটিএন বাংলার উপদেষ্টা (অনুষ্ঠান) নওয়াজেশ আলী খানকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

আয়োজক কমিটি

সিটি আইটি মেলার আয়োজক কমিটি হিসেবে তত্ত্বাবধানের কাজ করেছে বিসিএস কমপিউটার সিটির কার্যনির্বাহী কমিটি। মেলার সার্বিক সফলতা আনতে এএনএম কামরুজ্জামানকে প্রধান আহ্বায়ক এবং সাব কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে সিটি কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই সাব কমিটির আহ্বায়কেরা ছিলেন অভ্যর্থনা সাব কমিটি– মুজিবুর রহমান স্বপন, স্পন্সর সাব কমিটি– আকতার হোসেন খান, মিডিয়া সাব কমিটি– মো: রফিকুল আলম, ডিসিপ্লিন সাব কমিটি– মো: মজহারুল ইমাম সিনা, অবকাঠামো/লজিস্টিক সাব কমিটি– নাজমুল আলম ভূইয়া জুয়েল, অর্থ সাব কমিটি– মো: মনজুরুল হক মোমিন, প্রোগ্রাম/ম্যানেজমেন্ট সাব কমিটি– মো: আল মামুন খান, প্রচার সাব কমিটি– মো: রফিকুল ইসলাম, প্রাইজ সাব কমিটি– একেএম আতিকুর রশীদ, উদ্বোধনী সাব কমিটি– মো: জিয়াউল হাসান ছিদ্দিক এবং ক্লোজিং সাব কমিটি– মো: জাহিদুল আলম।

আয়োজনের পেছনে যারা

বিসিএস কমপিউটার সিটি আয়োজিত এবারের মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল ওয়াইম্যাক্স ইন্টারনেট সেবাদাতা বাংলালায়ন কমিউনিকেশন লিমিটেড। সহযোগী পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিল আসুস, ক্যাসপারস্কি, স্যামসাং এবং জেরক্স। এছাড়া মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল এটিএন বাংলা, দৈনিক ইত্তেফাক, এবিসি রেডিও এবং বাংলানিউজ২৪ডটকম। কজ

ফিডব্যাক : bmtuhin@gmail.com